ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র

বা

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরা-গভর্ণমেন্ট আইন

(সন- ১৩৫১ ত্রিং, ১ আইন)

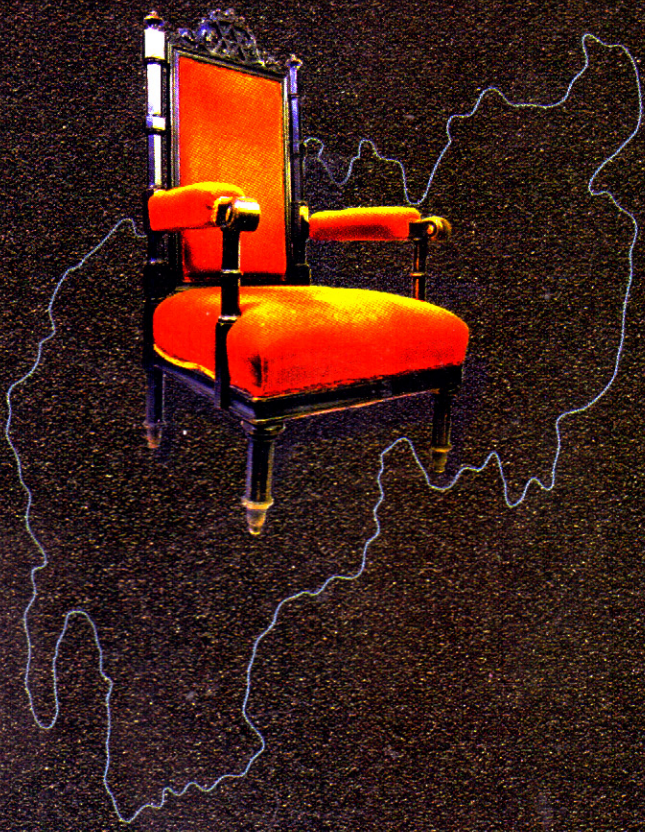

Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ২০-৩-৫১ ত্রিং তারিখের ৯৯৬

(ক্যাম্প) নং

আদেশে মঞ্জুর এবং ১-৪-৫১ ত্রিং তারিখের ষ্টেট্ গেজেটের

বিশেষ সংখ্যায় প্রচারিত।

ত্রিপুরারাজ্যের শাসনতন্ত্র

বা

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরা-গভর্ণমেন্ট আইন

(১৩৫১ ত্রিং ১ আইন)

আগরতলা—স্টেট্ প্রেসে মুদ্রিত

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ

Published by

Tribal Research and Cultural Institute

Govt. of Tripura, Agartala

● Published by :
Tribal Research and Cultural Institute

© All Rights Reserved by the Publisher

● Cover Design : Sibendu Sarkar

● First Edition : December, 2004

● Processing & Printing
Parul Prakashani
8/3, Chintamoni Das Lane
Kolkata–700009

● Price : Thirty Only.

ভূমিকা

বর্তমান যুগের পরিভাষায় 'শাসনতন্ত্র' (Constitution) বলতে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতবর্ষে তদনুরূপ বিধিবদ্ধ অর্থাৎ লিখিত শাসন- প্রণালী প্রচলিত ছিল কিনা তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মৌর্যযুগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা জানা যায়, যাতে রাজ্য পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধি লিপিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থাৎ প্রাক-মাণিক্য ও মাণিক্যযুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুরূপ পৃথক লিখিত শাসনবিধির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা না গেলেও 'রাজমালা' নামক ত্রিপুরার প্রাচীন রাজকীয় ইতিবৃত্তে জনকল্যাণমূলক শাসন পরিচালনার রাষ্ট্রীয় বিধির প্রক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু এ রাজ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্মত রাষ্ট্রীয় শাসনবিধি অর্থাৎ 'শাসনতন্ত্র' প্রথম প্রচলন করেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য। ১৯৪১ সালে প্রবর্তিত তাঁর এই শাসনতন্ত্রে যে-সমস্ত জনহিতকর বিধি বা আইন নথিবদ্ধ করা হয়েছিল, তা তৎকালীন রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে মহারাজের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, মননশীলতা, বিচক্ষণতা ও প্রজাহিতৈষণা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজা কর্তৃক সংকলিত 'ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র' নামক সেই পুস্তকখানি বর্তমানে প্রায় দুর্লভই বলা চলে। রাজ্যের বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের গবেষণাগারে সংরক্ষিত এই গ্রন্থখানি ত্রিপুরা উপজাতি

গবেষণাগারে উদ্যোগে বিশেষভাবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরীর উৎসাহে ও পরামর্শে এবং দপ্তরের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্মার সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত হল। আমরা আশা করি রাজ্যের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহশীল ব্যক্তিবর্গ ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানকারী পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থটি সমাদর লাভ করবে।

আগরতলা,
অক্টোবর, ২০০৪

অধিকর্তা, ত্রিপুরা উপজাতি
গবেষণা দপ্তর, আগরতলা

সূচী

পরিচ্ছেদ	বিষয় ও ধারা	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ—	অবতরণিকা (ধারা ১—৪)	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—	রাজসভা (ধারা ৫—১০)	২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—	শাসন বিভাগ (ধারা ১১—২০)	৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—	ব্যবস্থাধিকরণ (ধারা ২১—৪৪)	১২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—	বিচারাধিকরণ (ধারা ৪৫—৫২)	২৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—	অর্থব্যবস্থা ও অডিট (ধারা ৫৩—৬০)	৩৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ—	বিবিধ (ধারা ৬১—৬৮)	৩৮

তপসিল

প্রথম—	যে বিষয়ে আদেশ দ্বারা আইনের বিধান পরিবর্ত্তিত হইতে পারে (শাসনতন্ত্রের ৬৫ ধারা)	৪২
দ্বিতীয়—	মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা	৪৩
তৃতীয়—	শপথ (বা প্রতিজ্ঞাস্থানীয় দৃঢ় উক্তি)	৪৬

নং ৯৯৬ ক্যাম্প

স্বাঃ শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য।

আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ-শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস্ মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এলাকে ত্রিপুরা রাজ্য, রাজধানী আগরতলা, ইতি, সন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২০শে আষাঢ়।

যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এ পক্ষের বিগত ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের **শুভ নববর্ষের** ঘোষণায় ত্রিপুরারাজ্যের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রণার্থে অগৌণে এক লিখিত শাসনতন্ত্র প্রচার সম্পর্কে **এ পক্ষের** প্রিয় প্রজাবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল ;

এবং যেহেতু **এ পক্ষের** উক্ত সংকল্প বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক রাজ্যের পারিপার্শ্বিক যাবতীয় অবস্থাসহ পরীক্ষিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের এক শাসনতন্ত্র রচিত ও আইনের পাণ্ডুলিপি আকারে **এ পক্ষের** মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত হইয়াছিল ;

অতএব অতি আনন্দের সহিত আদেশ করা যায় যে,

সঙ্গীয় শাসনতন্ত্রের পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর হয়, এবং উহা আগামী ১লা শ্রাবণ হইতে **ত্রিপুরারাজ্যের শাসনতন্ত্র,** বা **১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন** নামে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবল হয়।

ত্রিপুরারাজ্যের শাসনতন্ত্র

বা

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুরা-গভর্ণমেণ্ট আইন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকা।

এলাকা ও প্রয়োগ

১। এই শাসনতন্ত্রের বিধান ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১লা শ্রাবণ হইতে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবল হইবে। "ত্রিপুরারাজ্য" বা "ত্রিপুরা" শব্দে যে ভূভাগ ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যভুক্ত এবং শাসনাধীন আছে, হইয়াছে, বা ভবিষ্যতে হয়, তাহাকে বুঝাইবে। অতঃপর এই শাসনতন্ত্রে ত্রিপুরেশ্বরের রাজপদবাচক "শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর" বাক্যাংশ স্থলে "শ্রীশ্রীযুত" শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

শ্রীশ্রীযুত ও তদধীন ত্রিপুরাগভর্ণমেণ্ট।

২। শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক এবং তৎপক্ষে শাসিত উক্ত ভূভাগের শাসন সংসৃষ্ট বা তদানুষঙ্গিক যাবতীয় অধিকার, ক্ষমতা, ও এলাকা এই শাসনতন্ত্রে যে পরিমাণে অন্যরূপ বিহিত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীযুতের নিজ পরিচালনাধীন আছে ও থাকিবে।

সংজ্ঞা

৩। এই শাসনতন্ত্র "ত্রিপুরা-গভর্ণমেণ্ট" অর্থে এই শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা

পরিচালনে নিরত শ্রীশ্রীযুতকে বুঝাইবে, এবং এতদ্ব্যবহৃত অন্য যাবতীয় শব্দ ও বাক্যাদি স্পষ্ট ব্যাখ্যাত না হইয়া থাকিলে প্রয়োগ ও ভাষার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বিবেচনায় ব্যবহারিক বা অন্যবিধ প্রচলতি অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সংক্ষিপ্ত নাম।

৪। এই শাসনতন্ত্র **"ত্রিপুরা-গভর্ণমেণ্ট আইন"** বা **১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১** আইন নামে অভিহিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজসভা প্রিভিকাউন্সিল।

রাজসভা ও প্রিভিকাউন্সিল

৫। (ক) (১) শ্রীশ্রীযুতের অধিকার ও ক্ষমতাদি সুপরিচালন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের সাহায্যার্থে শ্রীশ্রীযুতের বিবেচনানুসারে অনধিক ৫ বৎসরের জন্য সদস্য স্বরূপে নিযুক্ত নুন্যকল্পে ৫ জন ও উর্দ্ধকল্পে ১৫ জন সরকারী বা বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা গঠিত একটি রাজসভা বা প্রিভিকাউন্সিল স্থাপিত হইবে ;

কিন্তু উপযুক্ত কারণে শ্রীশ্রীযুত যে কোন সময়ে রাজসভার কোন সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ প্রচার করিতে পারিবেন।

(২) রাজসভার কার্য্যসৌকর্য্যার্থে শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে প্রতিপত্তিশালী, অভিজ্ঞ, বা বিশেষ যোগ্যতা বিশিষ্ট একাধিক

ব্যক্তিকে প্রয়োজনস্থলে উপযুক্ত উপদেশ প্রদানে সভার সাহায্য করিবার জন্য পরামর্শদাতা স্বরূপে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

রাজসভার কমিটি।

(খ) "রাজসভা" বা "প্রিভিকাউন্সিল" শব্দে উদ্দেশ্য বিশেষে শ্রীশ্রীযুতনিযুক্ত রাজসভার কোন কমিটিকেও বুঝাইবে।

অতিরিক্ত সদস্য।

(গ) কোন বিশেষ প্রয়োজনে শ্রীশ্রীযুত স্বীয় সুবিবেচনানুসারে রাজসভা বা রাজসভার কোন কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত এক বা একাধিক সাময়িক অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ, এবং উক্ত কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এরূপ সদস্যগণ নিযুক্ত থাকাকালে স্থায়ী সদস্যের যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

সদস্য বিশেষের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ।

(ঘ) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীযুত নিজ সুবিবেচনানুসারে রাজসভার কোন সদস্যের প্রতি রাজসভার যে কোন ক্ষমতা অর্পণ পূর্ব্বক উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে আচরণার্থ এই শাসনতন্ত্রের বিধানের অবিরোধে তদীয় কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

সদস্যগণের উপাধি।

(ঙ) রাজসভার প্রত্যেক সদস্য "রাজসভাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

রাজসভার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।

৬। (১) শ্রীশ্রীযুতের আহ্বানে নিম্নলিখিত যে কোন স্থলে মন্ত্রণা প্রদান দ্বারা বা অন্য প্রকারে তদীয় সাহায্য করা রাজসভার কার্য্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) হাইকোর্টের নির্দ্ধারণের প্রতিকূলে আপীল শ্রবণ ও নিষ্পত্তি সংসৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ে ;

(খ) শাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে প্রাতকূলস্বার্থজনিত জটিলতা, বা কার্য্যপ্রণালীর জটিলতা স্থলে ;

(গ) শ্রীশ্রীযুত অন্য যে কোন শাসন সংসৃষ্ট বিষয়ে সাধারণের স্বার্থরক্ষার্থ রাজসভা অথবা উহার কোন কমিটি বা সদস্যের সহায়তা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

(২) এই শাসনতন্ত্র অচল হইলে বা অন্য কোন গুরুতর পরিস্থিতিতে শ্রীশ্রীযুত নিজ সুবিবেচনানুসারে রাজসভার সাধারণ ক্ষমতায় সম্প্রসারণে তৎপ্রতি অবস্থানুসারে আবশ্যক পরিমাণ শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) শ্রীশ্রীযুত নিজ সুবিবেচনানুসারে রাজসভার যে কোন অধিবশেনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রাজসভার "বিচার কমিটি' বা "জুডিসিয়াল কমিটি"।

৭। হাইকোর্টের বিচার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য যাবতীয় আপীল রাজসভার নূন্যকল্পে ৩ জন ও উর্দ্ধকল্পে ৫ জন সদস্য গঠিত এক কমিটি কর্ত্তৃক শ্রুত হইবে, এবং কমিটি নিম্নলিখিত ৯ ধারার বিধানাধীন নিয়মাবলী নির্দিষ্ট প্রণালী ও ক্ষমতায় আপীল শ্রবণ করিবেন। এই কমিটি "বিচার কমিটি" বা "জুডিসিয়াল কমিটি" নামে অভিহিত হইবে।

রাজসভার সদস্যগণের শপথ গ্রহণ

৮। রামসভার প্রত্যেক সদস্য স্বীয় কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে এই শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তপসিল নির্দ্দেশতি শপথ গ্রহণ ও স্বাক্ষর করিবেন।

৯। শ্রীশ্রীযুক্ত নিজ বিবেচনানুসারে, অথবা সঙ্গত মনে করিলে

(১) বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্ট এবং (২) অপরস্থলে মন্ত্রী পরিষদসহ আলোচনান্তে, নিম্নলিখিত যাবতীয় বিষয়ে নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারিবেন,যথা—

নিয়মাবলী প্রচার।

(ক) "বিচার কমিটির" গঠন, সদস্য-নিয়োগ, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য, এবং কার্য্যপ্রণালী,

(খ) রাজসভার কার্য্য পরিচালন, ও কার্যাবলী, এবং সদস্যগণের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য, যোগ্যতা, নিয়োগের সর্ত্তাদি, ও কার্য্য পরিসমাপ্তি ;

শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে এরূপ নিয়মাবলী প্রচার সম্পর্কে রাজসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

১০। (ক) উপরোক্ত ৯ ধারাহীন নিয়মাবলী স্টেট্, গেজেটে প্রচার হইবামাত্র আইনের ন্যায় প্রবল হইবে, কিন্তু শ্রীশ্রীযুত স্বীয় সুবিবেচনানুসারে ঘোষণা প্রচার দ্বারা এরূপ কোন নিয়ম সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ সংশোধন, প্রত্যাহার বা পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

নিয়মাবলী আইনের ন্যায় প্রবল।

(খ) এরাজ্যে প্রচলিত যে সমুদয় আইন বিধি বা নিয়মাবলী দ্বারা খাস আদালত বা হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণ ও বিচারের ভারপ্রাপ্ত কোন বিচারাধিকরণ বা কমিটির সদস্য নিয়োগ, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তত্তাবৎ উপরোক্ত ৯ ধারা (ক) প্রকরণ বিবৃত নিয়মাবলী প্রচারের সহিত রহিত গণ্য হইবে ;

পূর্ব্ব প্রচলিত আইন এবং তদধীনে অনুষ্ঠিত কার্য্য

কিন্তু এরূপ কোন আইন বিধি বা নিয়মাবীল অনুসারে এযাবৎ অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্য এই শাসনতন্ত্রসম্মত এবং শুদ্ধ ও বলবৎ বলিয়া গৃহীত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাসন কর্ত্তৃত্ব ও শাসন বিভাগ

ত্রিপুরার শাসন কর্ত্তৃত

১১। (ক) এই শাসনতন্ত্রর বিধান এবং শ্রীশ্রীযুতের বিশেষ নিয়ন্ত্রণাদেশাধীনে ত্রিপুরারাজ্যের শাসন সম্পর্কিত শ্রীশ্রীযুতের ক্ষমতা শ্রীশ্রীযুতের পক্ষে "মন্ত্রী পরিষদ" অভিহিত এক মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

মন্ত্রী পরিষদ

(খ) জনৈক প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার সহযোগী স্বরূপে নিযুক্ত অনধিক ৪ জন মন্ত্রী দ্বারা মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইবে, এবং প্রয়োজনানুসারে শ্রীশ্রীযুত নিজ বিবেচনামত শেষোক্ত মন্ত্রিগণের সংখ্যা-নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

(গ) মন্ত্রিগণ শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত কালের নিমিত্ত এবং শ্রীশ্রীযুতের আদিষ্ট সর্ত্ত ও বেতনে তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং শ্রীশ্রীযুত স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বা যৌথভাবে মন্ত্রী পরিষদের প্রতি কারনামা, আদেশ, বা এই শাসনতন্ত্রাধীন নিয়মাবলী মূলে যে ক্ষমতা অর্পণ করেন তাহার পরিচালনে অধিকারী হইবেন।

প্রধান মন্ত্রী

(ঘ) মুখ্যতঃ প্রধান মন্ত্রী রাজ্যের সুশাসনের জন্য শ্রীশ্রীযুতের নিকট দায়ী থাকিবেন, এবং তিনি কোন বিষয়ে কাঠিন্য, জটিলতা, বা বিভিন্ন বিভাগের মতদ্বৈধ স্থলে, সহযোগী মন্ত্রিগণের কার্য্য তত্ত্বাবধান, এবং তাঁহদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঙ) শ্রীশ্রীযুতের নির্দ্দেশে সময় সময় প্রত্যেক মন্ত্রীর হস্তে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের যে যে শাসন বিভাগের কার্য্য ন্যস্ত হয়, তিনি তাহার শাসনভার প্রাপ্ত হইবেন।

মন্ত্রিগণের কার্য্যবিভাগ

(চ) ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য শ্রীশ্রীযুতের নামে অনুষ্ঠিত বলিয়া ব্যক্ত হইবে, এবং স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্রিগণের অথবা যৌথভাবে মন্ত্রী পরিষদের আচরণীয় কর্ত্তব্য (অবস্থানুসারে) মন্ত্রিগণ স্বয়ং বা অধীনস্থ কার্য্যকারকের যোগে সম্পাদন করিতে পারিবেন।

গভর্ণমেণ্টের শাসন কার্য্য

(ছ) মন্ত্রী পরিষদে মতদ্বৈধ স্থলে মতাধিক্যে মীমাংসার নীতি প্রবল হইবে, কিন্তু পরিষদের যাবতীয় আদেশ সম্পর্কেই মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্ব থাকিবে।

মন্ত্রী পরিষদ ও মতাধিক্যের নীতি

(জ) যে বিষয়ের নিষ্পত্তি মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতায়ত্ত নহে তাহা শ্রীশ্রীযুতের নিজ মীমাংসাধীন হইবে।

মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়

(ঝ) নিয়োগান্তে কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে প্রত্যেক মন্ত্রী শ্রীশ্রীযুতের, বা শ্রীশ্রীযুতের নির্দ্দেশিত কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে, কর্ত্তব্য পালন ও মন্ত্রগুপ্তি সম্পর্কে এই শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তপসিল বিবৃত শপথ গ্রহণ ও স্বাক্ষর করিবেন।

মন্ত্রীগণের শপথ গ্রহণ

১২। প্রয়োজনানুসারে শ্রীশ্রীযুতের আদেশে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত এক বা একাধিক অতিরিক্ত মন্ত্রী নিয়োগে বর্দ্ধিত এবং আবশ্যকমত এই কার্য্যকাল বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। অতিরিক্ত

অতিরিক্ত মন্ত্রীগণ

মন্ত্রীগণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনায় যোগদান ও ভোট প্রদানে অধিকারী হইবেন।

মন্ত্রী পরিষদের সেক্রেটারী

১৩। (ক) মন্ত্রী পরিষদে একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত থাকিবেন এবং পরিষদের কাগজাত সুরক্ষা ও পরিষদের অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী এবং আদেশাদি বিশুদ্ধরূপে লিপি ও তৎপরতার সহিত তামিল করার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন।

বিভাগীয় সেক্রেটারী বা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক

(খ) প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক মন্ত্রী স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে এক বা একাধিক সেক্রেটারী, কিম্বা শ্রীশ্রীযুতের আদিষ্ট অন্য কোন লকববিশিষ্ট শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিভাগীয় সেক্রেটারী মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনে যোগদান

(গ) প্রয়োজনানুসারে মন্ত্রী পরিষদ এরূপ কোন সেক্রেটারী বা ভারপ্রাপ্ত কার্য্য কারককে তদধীনস্থ বিভাগ সংসৃষ্ট কোন বিষয়ের মীমাংসা কালে পরিষদের আলোচনায় যোগদানার্থ আহ্বান করিতে পারিবেন, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

১৪। মন্ত্রী পরিষদের পদোচিত কর্ত্তব্য দ্বিবিধ হইবে, যথা ঃ—

মন্ত্রী পরিষদের কর্ত্তব্য

(১) মন্ত্রণাপ্রদান—অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায়ে কোন গুরুতর বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতকে পরামর্শ দান ;

(২) শাসন—অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে রাজ্যের শাসন বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন।

১৫। ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের আদিষ্ট ও প্রচারিত যাবতীয় আদেশ, নির্দ্দেশ, কাগজাত ও দলিলাদি তদীয় অকৃত্রিমতার নিদর্শন স্বরূপে

সংসৃষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী, বা শ্রীশ্রীযুতের কিম্বা মন্ত্রী পরিষদের আদিষ্ট জন্য কোন কার্য্যকারক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে। এরূপ স্বাক্ষরিত কোন কাগজ বা দলিলের প্রামাণিকতা বা বিশুদ্ধতা কোন স্থলে আপত্তিযোগ্য হইতে পারিবে না।

কাগজাত ও দলিলাদির অকৃত্রিমতার নিদর্শন

১৬। শ্রীশ্রীযুত স্বীয় সুবিবেচনানুসারে মন্ত্রী পরিষদের যে কোন অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীযুতের সভাপতির আসন গ্রহণ

১৭। মন্ত্রী পরিষদে কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ স্থলে প্রধান মন্ত্রী নিজ সুবিবেচনানুসারে পরিষদের নির্দ্ধারণের তামিল-কার্য্য স্থগিত রাখিয়া চূড়ান্ত আদেশের জন্য উহা শ্রীশ্রীযুত সমীপে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

মতদ্বৈত স্থলে প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা

১৮। শ্রীশ্রীযুত (১) স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, অথবা (২) মন্ত্রী পরিষদের প্রস্তাবে, নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে নিয়মাবলী ও আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রচার

(ক) ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃক পরিচালন বিষয়ে অধিকতর উপযোগী প্রণালী প্রবর্ত্তন ;

(খ) মন্ত্রী পরিষদের ও তদধিবেশনাদির কার্য্য প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়,এবং নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ, যথা ঃ—

(১) কোন মন্ত্রীর আদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রী পরিষদে আপীল নিষ্পত্তি ;

(২) মন্ত্রী পরিষদে মতানৈক্য স্থলে শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক উপরোক্ত ১৭ ধারা অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ প্রস্তাবের নিষ্পত্তি;

(৩) তলবমতে ত্রিপুরা গর্ভণমেণ্টের কার্য্যাদি সম্পর্কে, অথবা মন্ত্রিগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে, সংসৃষ্ট বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীযুত সমীপে আবশ্যকীয় রিপোর্ট প্রেরণ;

(৪) এই শাসনতন্ত্র প্রদত্ত অপর মন্ত্রিগণের কার্য্য তত্ত্বাবধান ও তাঁহাদিগকে পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা পরিচালন এবং শাসন সম্পর্কে শ্রীশ্রীযুতের নিকট স্বীয় বিশেষ দায়িত্ব প্রতিপালন জন্য, প্রধান মন্ত্রীর তলবমতে অপর মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক তৎসমীপে নিজ নিজ বিভাগের প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণ ;

(৫) রাজ্যের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ আয় ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এরূপ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী এবং ফাইন্যান্স মন্ত্রীর নিকট অপর মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সংবাদ প্রেরণ;

(গ) বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যকারকগণের, বিভিন্ন আফিসসমূহের, এবং মন্ত্রী পরিষদ ও ব্যবস্থাধিকরণের মধ্যে যথাযোগ্য সম্বন্ধ স্থাপন ;

(ঘ) রাজ্যের যাবতীয় সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের ও তাহাদিগের কার্য্যদক্ষতা সংরক্ষণের প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ;

(ঙ) মন্ত্রী পরিষদের প্রতি তদধীনস্থ বিভাগ এবং আফিস

সমূহের কার্য্য পরিচালন সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রচারের ক্ষমতা অর্পণ।

গভর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেট ও আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা

১৯। শ্রীশ্রীযুত নিজ বিবেচনানুসারে রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেট এবং আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা পদে কোন সুযোগ্য অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন। শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে মন্ত্রী পরিষদ তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবেন। গভর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেটের কার্য্যকাল শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায়ানুযায়ী হইবে, এবং রাজ্যের যাবতীয় বিচারাদালতে তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন ও পদোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অধিকার থাকিবে। মন্ত্রী পরিষদ শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে তাঁহার যে রিটেইনার (retainer) এবং মোকদ্দমা পরিচালনের ফিস্ ধার্য্য করেন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

২০। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের, এবং রাজ্যের অনুরূপ সার্ভিসসমূহ, অর্থাৎ বিচার, ইঞ্জিনিয়ারীং, মেডিক্যাল প্রভৃতি সার্ভিসের নিয়োগ এবং অবসরের ক্ষমতা শ্রীশ্রীযুতের নিজ হস্তে ন্যস্ত থাকিবে; কিন্তু সঙ্গত মনে করিলে শ্রীশ্রীযুত এরূপ সার্ভিসসমূহে লোক নিয়োগ ও অবসরের প্রণালী ও সর্ত্তাদি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রচারপূর্ব্বক স্বীয় সুবিবেচনানুসারে তদ্বিষয়ক কোন ক্ষমতা মন্ত্রী পরিষদের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যবস্থাধিকরণ ও আইন প্রণয়ন

২১। ত্রিপুরা রাজ্যে আইন প্রণয়নের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীশ্রীযুত এবং "ব্যবস্থাপক সভা" অভিহিত একটি আইন সভার সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থাধিকরণ (Legislature) স্থাপিত হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা

২২। (১) নিজ নিজ পদাধিকারে সদস্য গণ্যে ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট ও রাজ্যের মন্ত্রিগণ এবং তদতিরিক্ত ৪৯ জন, অর্থাৎ সাধারণের নির্ব্বাচিত ২৯ জন ও শ্রীশ্রীযুতের সুবিবেচনানুসারে মনোনীত ২০ জন সদস্যদ্বারা ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে।

(ক) উপরোক্ত ২৯ জন নির্ব্বাচিত সদস্য মধ্যে ৩ জন ত্রিপুরা গর্ভণমেণ্টের স্বীকৃত তালুকদার এবং জায়গীরদার (বা নিষ্করদার) গণের প্রতিনিধি ; ১২ জন "গ্রাম্যমণ্ডলী আইন" বা ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনানুসারে স্থাপিত গ্রাম্যমণ্ডলী সমূহের প্রতিনিধি; ৩ জন রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটী ও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপিত অন্য "সহর এলাকার" অধিবাসিবৃন্দের প্রতিনিধি; ২ জন উক্ত গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত চা উৎপাদক সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি; ৩ জন উক্ত গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত রাজ্যের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি; ২ জন যৌথভাবে (১) রাজ্যের ব্যবহারজীবিগণ ও (২) রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী গ্রেজুয়েট এবং ত্রিপুরা

নির্ব্বাচিত সদস্য—ভূমি সংসৃষ্ট বা বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জাতি বা সম্প্রদায়

রাজ্যের প্রজা আণ্ডার গ্রেজুয়েটগণের প্রতিনিধি; ৩ জন রাজ্যের অনুন্নত সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধি; এবং অবশিষ্ট ১ জন সময় সময় শ্রীশ্রীযুতের সুবিবেচনানুসারে নির্দ্দেশিত রাজ্যের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধি হইবে।

(খ) উপরোক্ত ২০ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে ন্যূনকল্পে ৭ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বা অপর কোন নির্ব্বাচক কেন্দ্রভুক্ত হয় নাই এরূপ স্বার্থ বা শ্রমিকগণের প্রতিনিধি বেসরকারী ব্যক্তি হইবে।

মনোনীত সদস্য

(গ) এতদ্ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত বা প্রস্তাবিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিল (অর্থাৎ আইনের পাণ্ডুলিপি) আলোচনার সাহায্যার্থে শ্রীশ্রীযুত সভার উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট সদস্য সংখ্যার অতিরিক্তরূপে সংসৃষ্ট বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ অনধিক ২ জন অতিরিক্ত সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন, এবং এরূপ অতিরিক্ত সদস্যগণ উপস্থিত বিল আলোচনা সংশ্রবে ও শ্রীশ্রীযুত আদিষ্ট স্বীয় কার্য্যকালে সভার স্থায়ী সদস্যগণের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

অতিরিক্ত সদস্য

(২) উপরোক্ত (১) (ক) উপধারায় উল্লিখিত নির্ব্বাচক কেন্দ্র সমূহ এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলী সম্পর্কে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির সর্ত্তাবলী এই শাসনতন্ত্রানুসারে প্রচালিত আদেশ বা নিয়মাবলীর নির্দ্দেশানুযায়ী হইবে।

২৩। (১) প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল সভার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসর হইবে।

সভার আয়ুষ্কাল

(ক) শ্রীশ্রীযুত বিশেষ অবস্থাধীনে স্বীয় সুবিবেচনানুসারে

একবারে এক বৎসরের অনতিরিক্ত সময়ের জন্য এই কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন।

(খ) শ্রীশ্রীযুত উপযুক্ত কারণে যে কোন সময় সভার চলিত অধিবেশন (Session) স্থগিত রাখিতে, বা সভা ভাঙ্গিয়া দিতে (Dissolve) পারিবেন।

(২) উপরোক্তরূপে সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সভাভঙ্গের তারিখ হইতে অনধিক ৬ মাস মধ্যে পুনর্গঠিত ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনের উপযুক্ত তারিখ ধার্য্য করিবেন।

২৪। (১) নিম্নলিখিত স্থলে কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না, যথা ঃ—

(ক) যদি এরূপ ব্যক্তি ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মিউনিসিপ্যাল কমিটির বা কোন গ্রাম্য মণ্ডলীর অধীনস্থ নিয়ত নিযুক্ত (Whole time) কর্ম্মচারী হন ;

(খ) যদি তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের ন্যূন হয় ;

(গ) যদি তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা বা অধিবাসী না হন ;

(ঘ) যদি তাঁহার নিজ নির্ব্বাচক-কেন্দ্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসারে উক্ত কেন্দ্রে তাঁহার ভোটাধিকারীর যোগ্যতা না থাকে ;

(ঙ) যদি তিনি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় উপযুক্ত আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া এক বৎসর বা ততোধিককাল সশ্রম কারাদণ্ডাদিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং শ্রীশ্রীযুতের মার্জ্জনা লাভে এই অযোগ্যতা দূর না হইয়া থাকে ;

(চ) যদি তিনি উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়া অব্যাহতি না পাইয়া থাকেন, বা বিকৃতমনা হন ;

(ছ) যদি তিনি এই শাসনতন্ত্রের বিধানাধীন নির্ব্বাচন বিষয়ক নিয়মাবলী অনুসারে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজ্যের বা রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহী প্রজা বা অধিবাসী বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকেন এবং শ্রীশ্রীযুতের প্রচারিত মার্জ্জনার বিশেষ আদেশ মূলে এই অযোগ্যতা দূর না হয়।

শ্রীশ্রীযুত বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় সরকারী বেতন বা এলাউন্স ভোগী, বা অর্দ্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেতন বা এলাউন্স ভোগী, কোন কার্য্যকারককে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) মন্ত্রী পরিষদ প্রয়োজনানুসারে সময় সময় শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদন গ্রহণে রাজ্যের প্রজা নহে এরূপ রাজ্যের অন্য যে সমুদয় অধিবাসী "স্থায়ী অধিবাসী" বলিয়া এই শাসনতন্ত্রানুসারে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিরূপ অবস্থায় তাহারা "স্থায়ী অধিবাসীর" যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে তাহা নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। বৈধরূপে প্রচারিত এরূপ আদেশ রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনের ন্যায় প্রবল হইবে।

শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রচার

২৫। (১) শ্রীশ্রীযুত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নোক্ত যে কোন বা সর্ব্ব বিষয়ে, অথবা মন্ত্রী পরিষদের প্রস্তাবে (ক) হইতে (ছ) প্রকরণ সম্পর্কে, বা ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবে (জ) হইতে (ঞ) প্রকরণ সম্পর্কে, নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) নির্ব্বাচক কেন্দ্র ও নির্ব্বাচক মণ্ডলীর গঠন ও এলাকা

নির্দ্দেশ, বণ্টন বা পুনর্বণ্টন এবং শ্রেণীবিভাগ বা পুনবিভাগ ; ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের প্রয়োজনে এরূপ কেন্দ্রে বা মণ্ডলী বিশেষ সম্পর্কে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের যে "স্বীকৃতি" আবশ্যক তাহার সর্ত্তাদি ; এবং প্রত্যেক নির্ব্বাচক কেন্দ্র বা মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনযোগ্য সদস্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ ; (প্রয়োজন স্থলে এরূপ নিয়মদ্বারা এই শাসনতন্ত্রের সংসৃষ্ট বিধানের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে) ;

(খ) নির্ব্বাচক কেন্দ্র ও মণ্ডলী সমূহের অধিবাসিগণের (আবশ্যক হইলে এই শাসনতন্ত্রের বিধানের ব্যতিক্রমে) ভোটাধিকারের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্দ্ধারণ ;

(গ) সভার সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ণয় এবং সদস্যগণের পারিশ্রমিক বা পরিভ্রমণ ব্যয় প্রদান ;

(ঘ) ভোটারগণের তালিকা (Electoral Roll) প্রস্তুত, এবং সবার সদস্য নির্ব্বাচন প্রণালী, ও নির্ব্বাচনে ভোট প্রদানের প্রকার ;

(ঙ) নির্ব্বাচনে অবলম্বিত "অবৈধ উপায়ের" সংজ্ঞা এবং তৎসম্বন্ধে অবলম্বনীয় উপায় ;

(চ) নির্ব্বাচনে কোন বিষয়ে সন্দেহ বা তর্ক উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা ;

(ছ) সভার শূন্য আসন পূরণের ব্যবস্থা ;

(জ) সভার প্রেসিডেণ্ট বা সদস্যগণের ক্ষমতা, অধিকার এবং কর্ত্তব্য;

(ঝ) সভার কার্য্য প্রণালী, এবং সভার আফিসাদির গঠন ও আফিসাদির কার্য্য প্রণালী ;

(ঞ) ব্যবস্থাধিকরণের (Legislature) কার্য্য সৌকর্য্যার্থে প্রয়োজনীয় অন্য যাবতীয় মীমাংসিতব্য বিষয়।

(২) অপর বিষয়ে আইন সম্মত যোগ্যতা থাকিলে কোন নারী স্ত্রীলোক বলিয়াই ভোটার এবং সভার সদস্যের পদের অযোগ্যা বিবেচিত হইবেন না।

সভার সদস্যগণের শপথ গ্রহণ

২৬। (১) সভার স্বীয় আসন গ্রহণের পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভার প্রত্যেক নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সদস্যকে সভার প্রেসিডেন্টের সম্মুখে এই শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তপসিল নির্দ্দেশিত শপথ গ্রহণ ও স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(২) সভার কোন নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সদস্য ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বিবেচনানুযায়ী যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত শপথ গ্রহণ না করিলে তাঁহার পদাধিকার লোপ ও আসন শূন্য বলিয়া ষ্টেট্ গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে, এবং বিজ্ঞাপনোক্তকাল মধ্যে, নির্ব্বাচিত সদস্য স্থলে সংসৃষ্ট নির্ব্বাচক-কেন্দ্র শূন্য পদে সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে আদিষ্ট হইবে, অথবা মনোনীত সদস্যস্থলে নূতন সদস্য মনোনীত হইবে।

ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট

২৭। (ক) ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীশ্রীযুতের সুবিবেচনানুযায়ী সর্ত্ত ও পারিশ্রমিকাদিতে এবং শ্রীশ্রীযুতের অতিপ্রেত কালের জন্য তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। সভার যাবতীয় কার্য্যনিয়ন্ত্রণ এবং সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য হইবে।

(খ) সভার অধিবেশন সমূহে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সভার যাবতীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রণে প্রেসিডেণ্টের যেরূপ ও যে সমুদয় ক্ষমতার প্রয়োজন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন, এবং উপরোক্ত ২৫ ধারা বিবৃত

নিয়মাবলীতে, কিম্বা এরূপ নিয়মাবলী প্রচার সাপেক্ষে শ্রীশ্রীযুতের প্রচারিত কারনামা বা আদেশে, উক্ত ক্ষমতা বিবৃত হইবে।

(গ) সভার অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট প্রদত্ত কোন বিষয়ের মীমাংসাদেশ (Ruling) সভার কোন অধিবেশনে, অথবা কোন আদালতে, তর্কিত হইতে পারিবে না।

(ঘ) সভায় উপস্থিত কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের ভোটের সমতাস্থলে প্রেসিডেণ্টের একটি কাষ্টিং ভোট (Casting Vote) দিবার অধিকার থাকিবে ;

সাধারণতঃ এরূপ কাষ্টিং ভোট তর্কিত বিষয়ে পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিবার অনুকূলেই প্রদত্ত হইবে।

(ঙ) এতদ্ব্যতীত সভার সদস্য স্বরূপে প্রেসিডেণ্টের প্রত্যেক বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত ভোট প্রদানের অধিকারও থাকিবে, কিন্তু তিনি সাধারণতঃ এই অধিকার পরিচালন না করিতে পারেন।

(চ) প্রথম অধিবেশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব সভা, সরকারী কার্য্যকারক নহে এরূপ কোন সদস্যকে ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচন করিবেন, এবং তাঁহার পদত্যাগ, সভার সদস্যপদের অবসান, বা সভার কোন অধিবেশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে স্থলে, পুনর্ব্বার ঐরূপ অন্য কোন সদস্যকে ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন।

ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট

(ছ) প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট সভার যাবতীয় অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবেন।

(জ) সভার প্রথম অধিবেশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রেসিডেণ্ট সভার সহিত আলোচনা করিয়া সরকারী কার্য্যকারক

নহে এরূপ সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রেসিডেণ্ট ও ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য তিন জন সদস্যকে মনোনীত করিয়া এক তালিকা (Panel) প্রস্তুত করিবেন, এবং প্রেসিডেণ্ট ও ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট উভয়ের অনুপস্থিতিতে এই সদস্যগণ তালিকায় ক্রম অনুসারে সভার অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবেন।

সম্ভাবিত সভাপতিগণের তালিকা

(ঝ) সভার কমিটি সমূহের অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট বা ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট অথবা উপরোক্ত (জ) উপধারা বিবৃত তালিকাভুক্ত কোন সদস্য সভাপতির কার্য্য করিবেন।

২৮। (ক) ব্যবস্থাপক সভার একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত থাকিবে, এবং উক্তসেক্রেটারী শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত কালের নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রেসিডেণ্টের সাক্ষাৎ আদেশ-উপদেশ ও তত্ত্বাবধানাধীনে কার্য্য করিবেন। সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত কার্য্যকারক, মন্ত্রী পরিষদ সহ আলোচনান্তে শ্রীশ্রীযুত নির্দ্দেশ প্রচার করিলে, নিজ পদোচিত কার্য্যের অতিরিক্তরূপে বিচারকের পদ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যকারকের পদে কার্য্য করিতে, বা এরূপ পদের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। সভার আদেশ, নির্দ্দেশ, ও কার্য্যবিবরণী বিশুদ্ধরূপে লিপি, সুরক্ষা ও তামিল করা, এবং কার্য্যবিবরণী সংসৃষ্ট যাবতীয় বিল (বা আইনের পাণ্ডুলিপি), দলিল ও অন্য কাগজাতের রক্ষণার সুবন্দোবস্তের জন্য সেক্রেটারী দায়ী থাকিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী

(খ) সভার প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

(গ) সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উপযুক্ত সংখ্যক আমলা কর্ম্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর কার্য্যকারক থাকিবে, এবং এরূপ কর্ম্মচারী ও কার্যকারকগণ প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক বজেটের বন্ধানাধীনে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার নিয়ন্ত্রণ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেক্রেটারীর তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

২৯। (ক) সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা শ্রীশ্রীযুতের সুবিবেচনানুসারে, প্রথম সেসনের শেষ তারিখ ও দ্বিতীয় সেসনের প্রথম তারিখের মধ্যে ৬ মাসের অধিক ব্যবধান না থাকে এরূপভাবে প্রতিবৎসর যথাক্রমে শরৎকালে এবং বৎসরের শেষ ভাগে, মোট দুইবার আহূত হইবে ; শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে সভার সাধারণ সেসন আহ্বানের তারিখ ও সময় নির্দ্ধারণের নীতি বিশ্লেষণ ও নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রয়োজনানুসারে স্থায়ী আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন ; এরূপ আদেশ শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক সংশোধিত বা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

ব্যবস্থাপক সভার সেসন

(খ) এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীযুত নিজ বিবেচনানুসারে আবশ্যক মত সভার বিশেষ সেসন আহ্বান করিতে পারেন।

৩০। যদি ব্যবস্থাপক সভার কোন অধিবেশনে দশ জনের ন্যূন সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে অধিবেশনের কার্য্য পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনের দিবস পর্য্যন্ত, অথবা উক্ত নিম্নতন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকে এরূপ সময় পর্য্যন্ত, স্থগিত রাখা প্রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে।

সভার কোরাম

৩১। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে আলোচনাধীন যাবতীয়

বিষয় প্রত্যেক স্থলে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভোট প্রদান করেন তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতানুসারে মীমাংসিত হইবে।

মতাধিক্যে মীমাংসার নীতি

৩২। (ক) ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকিলেও সভার কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতে পারিবে, এবং সভার কোন অধিবেশনে কোন অযোগ্য ও অনধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকা, বা আলোচনায় যোগদান বা ভোট প্রদান করা, পরে প্রকাশ পাইলেও অনুষ্ঠিত কার্য্য বিশুদ্ধ গণ্য হইবে।

কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকা বা অনধিকারী ব্যক্তি সভ্যায় যোগদান করা স্থলেও সভার কার্য্য চলিতে পারা

(খ) নির্ব্বাচিত বা মনোনীত সদস্য নহে এরূপ কোন অনধিকারী ব্যক্তি সভার কোন অধিবেশনে যোগদান করা দৃষ্ট হইলে, প্রেসিডেণ্ট নিজ বিবেচনানুযায়ী তাঁহার প্রতিকূলে অনধিক ২০০৲ দুইশত টাকা অর্থ-দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং এরূপ দণ্ডের অর্থ সরকারী প্রাপ্য গণ্যে, সরকারী প্রাপ্য আদায় সম্বন্ধীয় প্রচলিত আইনের বিধানানুসারে আদায় হইবে।

অনধিকারী ব্যক্তির সভায় যোগদানের দণ্ড

৩৩। (১) এই শাসনতন্ত্রের বিধান এবং তৎসম্মত নিয়মাবলীতে বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপি ও আইন মঞ্জুরী সম্পর্কে যে ব্যবস্থা থাকে তদধীনে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য বা তাহার কোন অংশ, এবং যে কোন স্থানেই বাস করুক না কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের যাবতীয় প্রজা সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে ক্ষমবান হইবে ; কিন্তু কোন সদস্য নিম্নলিখিত কোন বিষয়ে সভায় কোন প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতে, বা এরূপ বিষয় কোন প্রশ্ন দ্বারা বা অন্য প্রকারে আলোচনা করিতে অধিকারী হইবেন না, যথা ঃ—

ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা

(ক) (ত্রিপুরেশ্বরের নিকট আত্মীয়গণসহ) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপরিবার সংসৃষ্ট কোন বিষয়, বা ত্রিপুরেশ্বরের বা অন্য কোন দেশীয় রাজ্যের অধিপতির ব্যক্তিগত কোন বিষয়, বা এই শাসনতন্ত্রের বিধানসম্মত নিয়মাবলীতে যে কোন বিষয় "রাজ খান্দান" সংজ্ঞাভুক্ত হয় ;

(খ) ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের সহিত ভারতে সাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম শক্তি (Paramount power) বা অপর কোন রাজ্যের সংশ্রয় ও সম্পর্ক ;

(গ) উক্ত গভর্ণমেণ্ট ও সার্ব্বভৌম শক্তির মধ্যস্থ কোন সন্ধি, সনদ, প্রথানুযায়ী রীতি, বা কোন চুক্তির অধীনস্থ কোন বিষয় ;

(ঘ) ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাবল সংসৃষ্ট কোন বিষয় ;

(ঙ) ত্রিপুরেশ্বরের এবং তদীয় পরিবারের সাংসারিক ব্যয়ের বন্ধানাদির তালিকা ;

(চ) হাইকোর্টের কোন জজের নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্পর্কিত কোন আচরণ ;

(ছ) ত্রিপুরা সরকারের দান-দাতব্য ও দেবার্চ্চনা ;

(২) উপরোক্ত (১) উপধারার বিধান এবং এই শাসনতন্ত্রসম্মত নিয়মাবলীর ব্যবস্থাধীনে সভার প্রত্যেক সদস্য সভার নিম্নোক্ত যাবতীয় কার্য্যানুষ্ঠানে অধিকারী হইবেন, যথা ঃ—

(ক) সভার সম্মুখে উপস্থিত যে কোন বিষয়ে প্রস্তাব, অর্থাৎ "রিজলিউশান" বা "মোশন", অথবা সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করা ;

(খ) সভার কর্ম্মসূচিভুক্ত কোন বিষয়ের আলোচনায় যোগদান ;

(গ) এই শাসনতন্ত্রের বিধানসম্মত নিয়মাবলীতে রাজ্যের শাসন সংসৃষ্ট যে বিষয়ে প্রশ্নের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তদ্রূপ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা ;

(ঘ) সভায় উপস্থিত কোন আবেদনের মীমাংসায় যোগদান করা।

যে সমুদয় প্রস্তাব সম্পর্কে অগ্রে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতি আবশ্যক

৩৪। ব্যবস্থাপক সভা শ্রীশ্রীযুতের অনুমতি ব্যতীত নিম্নলিখিত কোন বিষয়ে কোন বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় উপস্থিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না, যথা ঃ—

(ক) রাজ্যের আয়ের হানিকর কোন বিষয় ;

(খ) যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্যের আয়ের উপর দায় বর্ত্তিতে পারে ;

(গ) যে বিষয় শ্রীশ্রীযুতের প্রজাসাধারণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মাবিষয়ক প্রথা স্পর্শ করে ;

(ঘ) যেরূপ বিষয়দ্বারা রাজ্যেশ্বর স্বরূপে শ্রীশ্রীযুতের ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকারানুবলে বিধিলব্ধ এবং প্রচারিত কোন আইন, বিধি, ঘোষণা বা আদেশে হস্তক্ষেপ করা হয় ; অথবা

(ঙ) যাহাতে রাজসভার সদস্যগণের অধিকারাদি লঙিঘত হইতে পারে এরূপ কোন বিষয়।

কোন কোন স্থলে প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা

৩৫। যদি প্রধান মন্ত্রী এরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে সভায় উপস্থিত কোন বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপির, বা কোন প্রস্তাব অর্থাৎ মোশন বা রিজলিউসনের, আলোচনা রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার অন্তরায়-জনক হইবে, তাহা হইলে উহা আলোচনা ব্যতীত তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইবে।

৩৬। ব্যবস্থাপক সভায় পাস হইবার পর যাবতীয় বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপি রাজ্যের আইনে পরিণতিকল্পে সভার প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীযুত সমীপে মঞ্জুরীর জন্য পেশ হইবে।

সভায় পাস বিল শ্রীশ্রীযুত সমীপে উপস্থিত করা

৩৭। (১) শ্রীশ্রীযুত কোন বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপির মঞ্জুরী-আদেশ প্রদানে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন, এবং তৎস্থলে স্বতঃই উহা অকার্য্যকর হইবে; কিন্তু সঙ্গত মনে করিলে শ্রীশ্রীযুত এরূপ কোন বিল সম্পূর্ণরূপে, বা স্বীয় বিবেচনানুযায়ী তদন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়াদি, পুনরালোচনার্থ ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিপ্রেরণ করিতে পারেন ; উল্লিখিত অবস্থায় সভা উহা পুনরালোচনা করিয়া স্বীয় মীমাংসা প্রকাশ করিবেন।

প্রস্তাবিত বিলে শ্রীশ্রীযুতের অসম্মতি

(২) শ্রীশ্রীযুত বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপির মঞ্জুরী প্রদান সম্পর্কে এরূপে নিবৃত্ত থাকিলে সর্ব্বস্থলেই তদ্বিষয় ষ্টেট্ গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে।

৩৮। প্রত্যেক বিল বা আইনের পাণ্ডুলিপি শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইবার পর রাজ্যের বিধি ও আইনে পরিণত হইবে।

৩৯। (ক) প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক ধার্য কোন তারিখে ফাইন্যান্স মন্ত্রী পরবর্ত্তী বৎসরের সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের বরাদ্দ সম্বলিত, বজেট আকারের রাজ্যের এক বার্ষিক আয় ব্যয়ের ষ্টেটমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনার্থ উপস্থিত করিবেন, এবং সভার সদস্যগণ উক্ত বরাদ্দের তালিকা সমূহ, বা একদা সমগ্র বজেট, বা একে একে উহার যাবতীয় অংশ

রাজ্যের সম্ভাবিত বার্ষিক আয় ব্যয়ের বজেট সভায় উপস্থিত করা

কিম্বা উক্ত বজেটের বা তদংশের অন্তর্নিহিত কোন নীতি, আলোচনা করিতে অধিকারী হইবেন ; কিন্তু এই আলোচনায় সাভার অধিকাংশ সদস্যের অভিমত নির্দ্ধারণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সভায় কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইতে, বা আলোচনাধীন কোন প্রসঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে সদস্যগণের ভোট গৃহীত হইতে পারিবে না ;

কিন্তু নিম্নলিখিত কোন হেডের ব্যয় সভার আলোচ্য হইবে না, যথা ঃ—

(১) রাজ্যের দেয় কর্জ্জের সুদ বা এই কর্জ্জ নিয়মিত পরিশোধের জন্য বিশেষ বন্ধান (Sinking fund) ;

(২) শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক বা শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে মঞ্জুরীকৃত খোরপোষ পেন্সন ও গ্র্যাটুইটি (এক কালীন দান) ;

(৩) শ্রীশ্রীযুত সময় সময় সমুদয় কার্য্যকারকের বেতন সভার আলোচ্য নহে বলিয়া নির্দ্দেশ প্রচার করেন তাঁহাদিগের বেতন ;

(৪) শ্রীশ্রীযুতের নির্দ্দেশিত কোন পলিটিক্যাল আকারের ব্যয় ;

(৫) রাজ্যের সেনাবল সম্বন্ধীয় ব্যয় ;

(৬) পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৩ ধারা (ঙ) এবং (ছ) প্রকরণ বিবৃত কোন প্রকারের ব্যয়।

(খ) উপরোক্ত (ক) উপধারার বিধান যথাসম্ভব চলিত বর্ষের সংশোধিত বজেট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে।

সদস্যগণের পদাধিকার লোপ

৪০। (ক) যদি ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্য সভার অনুমতি ব্যতীত, নিয়মিত কার্য্য চলিয়াছে উপর্য্যুপরি এরূপ তিনটি চলিত অধিবেশনে (Session) অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহার পদ পরিত্যক্ত গণ্যে শূন্য বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্য প্রেসিডেণ্টের বরাবর প্রেরিত পত্রদ্বারা নিজ পদত্যাগ করিতে পারিবেন, এরূপস্থলে তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইবে।

শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক সভার অনালোচ্য বিষয়েও আলোচনা ও সভার অভিমত প্রদানের নির্দ্দেশ

৪১। ইতঃপূর্ব্বে অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকিলেও, এই পরিচ্ছেদে যে সমুদয় বিষয় ব্যবস্থাপক সভার আলোচনা বা বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীযুত উপযুক্ত কারণে তাহার কোন বিষয় সভা কর্ত্তৃক আলোচনার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং এরূপ অনুমতি উক্ত বিষয়ে সভার অভিমত নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত হইতে পারিবে।

সদস্যগণের অধিকার

৪২। (ক) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের অধিকারাদি, এই শাসনতন্ত্রাধীন নিয়মাবলীতে বা শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদিত সভার স্থায়ী আদেশে সময় সময় যেরূপ নির্দ্ধারিত হয় তদনুযায়ী হইবে।

(খ) এই শাসনতন্ত্রের বিধান, ও সভায় প্রদত্ত কোন বক্তৃতার উপযোগীতা ও গ্রহণীয়তা সম্পর্কে সভার প্রেসিডেণ্টের

মীমাংসা ও নির্দ্দেশ (যাহা সর্ব্বস্থলেই চূড়ান্ত গণ্য হইবে), এতদুভয়ের অধীনে সদস্যগণের সভার অধিবেশনে স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপনের স্বাধীনতা থাকিবে, এবং কোন সদস্য বা কার্য্যকারক কোন অধিবেশনের আলোচনায় যোগদানের পর তৎসংশ্রবে সভায় কোন উক্তি করা বা কোন পক্ষে ভোট প্রদান জন্য, অথবা কোন ব্যক্তি সভার বা সভার প্রেসিডেণ্টের অনুমতি মত, কোন রিপোর্ট, লিপি (notes), অথবা কার্য্যবিরণী সাধারণ্যে প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য, কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না।

সভায় বক্তব্যের স্বাধীনতা

(গ) কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের কোন বিধান দ্বারা সভার প্রতি বিচারাদালতের ক্ষমতা এবং সভার কোন সদস্যের প্রতিকূলে কোন ত্রুটি বা অপরাধের নিমিত্ত সভার অধিবেশন হইতে বহিষ্করণের আদেশ ব্যতীত কোন প্রকার শাস্তি প্রদানের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ মনে করা যাইবে না।

(ঘ) সভার কোন নিয়ম, স্থায়ী আদেশ, বা প্রেসিডেণ্টের কোন নির্দ্দেশ অমান্য করা, বা সভায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য, সভার প্রেসিডেণ্ট কোন সদস্যকে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন।

৪৩। ব্যবস্থাপকসভার অধিবেশনাদির কার্য্য সুপরিচালনার্থে সভা এই শাসনতন্ত্রের বিধানাধীনে স্থায়ী আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন। এরূপ স্থায়ী আদেশ এই শাসনতন্ত্রাধীন নিয়মাবলীর পরিশিষ্ট গণ্য হইতে পারিবে।

ব্যবস্থাপক সভার স্থায়ী আদেশ প্রচারের অধিকার

৪৪। (ক) এই শাসনতন্ত্রে, বা উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ অপর কোন আইনের বিধানে, কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়া

থাকিলেও, ব্যবস্থাপক সভা বা এই শাসনতন্ত্রবিহিত কোন কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত গ্রহণ ব্যতীত, রাজ্যেশ্বর স্বরূপে স্বীয় সুবিবেচনানুযায়ী একদা যাবতীয় বিষয়ে ঘোষণা প্রচার, আইন প্রণয়ন, এবং আদেশাদি প্রচারের ব্যক্তিগত এবং বিশেষ ক্ষমতা (Personal and prerogative rights) আবহমান শ্রীশ্রীযুতের নিজ অধিকারে বিদ্যমান ও অব্যাহত আছে, এবং শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক উহা সংরক্ষিত থাকিবে বলিয়া এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

(খ) এই শাসনতন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতায়ত্ত হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচারাধিকরণ

৪৫। (ক) ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারাধিকরণ খাস আদালত

ত্রিপুরা হাইকোর্ট

অতঃপর ত্রিপুরা রাজ্যের হাইকোর্ট বা "ত্রিপুরা হাইকোর্ট অব্ জুডিকেচার" (The High Court of Judicature, Tripura) নামে অভিহিত হইবে, এবং উহা নূন্যকল্পে তিন জন জজদ্বারা গঠিত হইবে।

(খ) এই শাসনতন্ত্রের বিধানাধীনে, খাস আদালতের প্রধান জজ অতঃপর হাইকোর্টের "চিফ্ জাষ্টিস" এবং অপর জজগণ "পিউনি জজ" নামে অভিহিত হইবেন।

চিফ্ জাষ্টিস ও পিউনি জজগণ

আপীল ও আদিম বিভাগ

(গ) হাইকোর্টে একটা আপীল বিভাগ এবং একটা আদিম বিভাগ নিযুক্ত থাকিবে।

রাজ্যের প্রচলিত আইন

(ঘ) ত্রিপুরা রাজ্যের আদালতসমূহের গঠন ও ক্ষমতাদি সম্পর্কিত ১৩১৮ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের বিধানসমূহ, এই শাসনতন্ত্রের কোন বিধানের বিরোধী না হইলে, উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে রহিত এবং পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

খাস আদালতে অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি হাইকোর্টে অবিচ্ছেদে চলা

(ঙ) এই শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে খাস আদালতে যে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা এই শাসনতন্ত্রাধীনে অনুষ্ঠিত গণ্যে হাইকোর্টে অবিচ্ছেদে চলিতে থাকিবে, এবংখাস আদালতে প্রচলিত ও প্রবল যাবতীয় নিয়ম, আদেশ, এবং প্রথাসম্মত রীতি, শ্রীশ্রীযুত বা অন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত, বা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

পদমর্য্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রবর্ত্তিতা

(চ) পদের মর্য্যাদা এবং আসনের অগ্রবর্ত্তিতায় চিফ্ জাষ্টিস অপর জজগণের উর্দ্ধ গণ্য হইবেন, এবং অপর জজগণের পরস্পরের পদমর্য্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রবর্ত্তিতা, শ্রীশ্রীযুতের অন্যরূপ আদেশের অভাবে, তাঁহাদিগের জজস্বরূপে নিয়োগের ক্রমানুযায়ী হইবে।

জজগণের শপথ গ্রহণ

(ছ) হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীযুতের, বা শ্রীশ্রীযুত নির্দ্দেশিত অপর কোন ব্যক্তির সম্মুখে, এই শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তপসিল বিবৃত শপথ গ্রহণ করিবেন।

(জ) এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনার্থ খাস আদালতের প্রধান বিচারপতি (বা চিফ্ জাষ্টিস) এবং অন্য জজগণ এই শাসন-তন্ত্রাধীনে হাইকোর্টের চিফ্ জাষ্টিস এবং পিউনি জজস্বরূপে কার্য্য পরিচালনের পূর্ব্বে উপরোক্ত (ছ) উপধারা বর্ণিত শপথ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক জজগণের নিয়োগ

৪৬। (ক) হাইকোর্টের প্রত্যেক জজ শ্রীশ্রীযুতের বিবেচনানুযায়ী বেতন এবং সর্ত্তাদিতে শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু কোন জজের বেতন তিনি স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহার প্রতিকূলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

(খ) হাইকোর্টের জজগণ শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রেত কাল, এবং শ্রীশ্রীযুত অন্যরূপ আদেশ প্রচার না করিলে, ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত, স্বীয় পদে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন।

জজগণের অবসৃতি

(গ) শ্রীশ্রীযুতের আদেশে হাইকোর্টের কোন জজ অসঙ্গত আচরণ, বা শারীরিক কিম্বা মানসিক দৌর্ব্বল্য ও সামর্থ্যহীনতা হেতুতে অবসৃত হইতে পারিবেন।

জজগণের পদত্যাগ

(ঘ) হাইকোর্টের কোন জজ মন্ত্রী পরিষদের যোগে শ্রীশ্রীযুতের বরাবর স্বলিখিত পদত্যাগ পত্রদ্বারা জজের পদ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন ; কিন্তু পিউনি জজগণের লিখিত এরূপ পত্র চিফ্ জাষ্টিসের মারফত উক্তরূপে প্রেরিত হইবে।

জজগণের নিম্ন যোগ্যতা

৪৭। নিম্নলিখিত কোন প্রকার যোগ্যতা না থাকিলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, যথা ঃ—

(১) **অন্যূন দশ বৎসর কাল,—**

(ক) ত্রিপুরা রাজ্যের বিচারকের পদে কার্য্য করা ;

(খ) যে সমুদয় দেশীয় রাজ্যে উপযুক্ত হাইকোর্ট স্থাপিত আছে তথায় জিলা জজের নিম্ন নহে এরূপ বিচারক পদের কার্য্যে নিযুক্ত থাকা ;

(গ) ইংলণ্ডের বা ব্রিটীশ ভারতবর্ষের আদালতে ব্যারিষ্টার বা এড্‌ভোকেটরূপে কার্য্য করা ; অথবা

(২) **অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল,—**

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সাবর্ডিনেট্ জজের নিম্ন না হয় এরূপ বিচারক কার্য্য করা।

"রেকর্ড আদালত"

৪৮। (ক) হাইকোর্ট "রেকর্ড আদালত" (Court of Record) বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানীতে উহার অধিবেশন হইবে ; কিন্তু সাধারণের সুবিধার্থ হাইকোর্ট সংসৃষ্ট অঞ্চলে আদিম বিভাগের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন।

অপরিবর্ত্তিত বিচার এলাকা

(খ) এই শাসনতন্ত্রের বিধানাধীনে হাইকোর্ট আপীল ও আদিম বিভাগে খাস আদালতে ক্ষমতায়ত্ত বিচার এলাকা পরিচালন করিবেন।

হাইকোর্টের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

(গ) হাইকোর্টের শাসনাদি সংক্রান্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (Administrative Control) চিফ্ জাষ্টিসের উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং তিনি এই শাসনতন্ত্র ও এতদ্বিষয়ক অন্য আইন বা নিয়মাদির সংসৃষ্ট বিধানাধীনে অন্য

জজগণের সহিত আলোচনান্তে তাঁহার নিজ বিবেচনানুযায়ী উপযুক্ত ও সঙ্গত প্রণালীতে উহা পরিচালন করিবেন।

তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা

(ঘ) প্রচলিত আইন ও নিয়মাবলীর বিধানাধীনে, হাইকোর্ট রাজ্যের অধঃস্থ আদালত সমূহের কার্য্য তত্ত্বাবধান, পর্য্যবেক্ষণ, ও পরিদর্শনে অধিকারী হইবেন, এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আদেশাদি প্রচার করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(১) প্রয়োজনীয় রিটার্ণাদি তলব ;

(২) উক্ত অধঃস্থ আদালত সমূহের কার্য্য পরিচালন সম্পর্কিত প্রথা ও প্রণালী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রচার ; এবং

ফরম ও হিসাব

(৩) শ্রীশ্রীযুতের সাধারণ অনুমোদনাধীনে, এবং মন্ত্রী পরিষদের হিসাব ও ফাইন্যান্স বিভাগের সহিত আলোচনান্তে, যে প্রণালীতে ফরমে, এবং যে প্রকারের খাতা ইত্যাদিতে, অধীনস্থ আদালত সমূহে অর্থাদি সরবরাহ ও খরচের হিসাব রক্ষিত হইবে তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ প্রদান।

হাইকোর্টের বেঞ্চাদি গঠন

৪৯। (ক) ত্রিপুরা রাজ্যের প্রচলিত এতদ্বিষয়ক আইনের সংসৃষ্ট বিধানাধীনে, হাইকোর্টের বেঞ্চাদি গঠন এবং কার্য্য বণ্টন চিফ্ জাষ্টিস অপর জজগণের সহিত পরামর্শত যেরূপ নির্দ্দেশ প্রচার করেন তদনুযায়ী হইবে।

(খ) হাইকোর্ট কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত যাবতীয়

নির্দ্দেশপত্র, পরওয়ানা, বিজ্ঞপ্তি বা পত্রাদি (communica tions), দলিল, এবং আদেশ সম্পর্কে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নামে প্রচারের পদ্ধতি (Style) অবলম্বিত, এবং তৎসমূদয় হাইকোর্টের সিল মোহরাঙ্কিত হইবে, ও চিফ্ জাষ্টিস উক্ত সিল মোহরের রক্ষক বলিয়া গণ্য হইবেন ; কিন্তু এরূপ নির্দ্দেশপত্র, পরওয়ানা, বিজ্ঞপ্তি বা পত্রাদি, দলিল এবং আদেশ বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়, উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা উপরোক্ত বিধানের অভিপ্রায়সম্মত গণ্যে প্রবল ও প্রচলিত থাকিবে।

নির্দ্দেশ পত্রাদিতে শ্রীশ্রীযুতের নামে প্রচার

৫০। (ক) হাইকোর্টের এক জন বিচারকের বিচার নিষ্পত্তি, ডিক্রী, ও আদেশের বিরুদ্ধে দুই জন জজদ্বারা গঠিত বেঞ্চে আপীল হইতে পারিবে।

আপীল সম্বন্ধীয় বিধান

(খ) কোন বেঞ্চের দুইজন জজের মধ্যে মতদ্বৈধ স্থলে, মোকদ্দমা তৃতীয় একজন জজের নিকট বিচারার্থ প্রেরিত হইবে, এবং নিষ্পত্তির চূড়ান্ত আদেশ সম্পর্কে উল্লিখিত তৃতীয় জজের মীমাংসা ও নির্দ্দেশ পূর্ব্বোক্ত কোন একজন জজের সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্যস্থলে উহা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আদেশ বলিয়া গৃহীত ও বলবৎ হইবে।

মতদ্বৈধ স্থলে বিচার প্রণালী

৫১। হাইকোর্টের নিকট নথী, রিটার্ণাদি ও অন্য বিবরণী তলব করিয়া শ্রীশ্রীযুত যে সমুদয় আদেশ প্রেরণ করেন, তাহা সর্ব্বস্থলেই হাইকোর্টের প্রতিপাল্য হইবে।

শ্রীশ্রীযুতের তলবাদি বিষয়ক আদেশ

৫২। হাইকোর্টের কার্য্য সম্পর্কিত যাবতীয় লিপিতে সাধারণতঃ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় ও কারণে ইংরেজী ভাষাও ব্যবহৃত হইতে পারে।

হাইকোর্টের ভাষা বাংলা বা ইংরেজী হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর্থিক ব্যবস্থা ও অডিট

৫৩। ত্রিপুরা রাজ্যের যাবতীয় রাজস্ব শ্রীশ্রীযুতের জন্য, এবং শ্রীশ্রীযুতের পক্ষে ও নামে গৃহীত হইবে।

ব্যাখ্যা— "ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব" অর্থে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধার্য্য, আদায়ী, এবং গৃহীত সর্ব্ববিধ রাজস্ব, কর, এবং সরকারী অর্থ ও প্রাপ্য বুঝাইবে; এবং নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রকারের সম্পত্তি এই সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবে, যথা—

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব

(ক) ত্রিপুরা রাজ্যের কোন বিচারাদালতের আদেশে আদায়ী যাবতীয় জরিমানা ও অর্থদণ্ড, এবং কোন আইনের বিধানানুযায়ী নির্দ্দেশমূলে বাজেয়াপ্ত কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ;

(খ) ওয়ারিস বা অন্য আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বা প্রাপক অভাবে রাজ্যের যে সমুদয় স্থাবর বা অস্থার সম্পত্তির স্বামিত্ব সরকারে অর্শিয়াছে, এবং যে সমুদয় গুপ্তধনের (Treasure trove)

বা সম্পত্তির অধিকার বৈধ স্বত্বাধিকারীর অভাবে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টে বর্ত্তিয়াছে।

সরকারী অর্থ দাখিল হওয়া, তুলিয়া লওয়া বা উহার সুরক্ষা

৫৪। (ক) শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে রাজস্ব বাবত গৃহীত যাবতীয় অর্থাদি সরকারী ট্রেজুরীতে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের নামীয় হিসাবে জমা হওয়ার নিশ্চয়তা সাধনার্থ, এবং এই ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম আবশ্যক হইলে তৎস্থল নির্দ্দেশপূর্ব্বক, নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারিবেন, এবং এরূপ নিয়মাবলীতে উক্ত প্রকার অর্থ দাখিল হওয়া ও এরূপ হিসাব হইতে তুলিবার প্রণালী, অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত, এবং আয় ব্যয় ও অডিট সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে।

(খ) শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে এরূপ নিয়মাবলীতে অডিট ও তদানুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ে ফাইন্যান্স মন্ত্রী এবং "কন্‌ট্রোলার অব্ একাউণ্টস্"এর (Comptroller of Accounts) বিশেষ ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিতে, এবং উক্ত কার্য্যকারকদ্বয়কে অডিটে ধৃত ত্রুটি ও অসততা হেতু সাময়িকরূপে বা অন্য প্রকারের অর্থ বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ;

কিন্তু উপরোক্ত বিষয় সমূহে এযাবৎ প্রচলিত ও প্রবল যাবতীয় বিধি নিয়ম ও আদেশ, এই শাসনতন্ত্রের বিধানের বিরোধী না হইলে, এতদধীনে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ফাইন্যান্স মন্ত্রীর দায়িত্ব

৫৫। ফাইন্যান্স মন্ত্রী মিতব্যয়িতা ও কৃতিত্বের সহিত রাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য দায়ী হইবেন, এবং তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহে তাঁহার সাহায্যার্থে জনৈক সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে পারিবে।

"কন্‌ট্রোলার" নিয়োগ

৫৬। শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে স্বীয় বিবেচনানুরূপ বেতন, সর্ত্তাদি, ও ক্ষমতায় জনৈক "কন্‌ট্রোলার অব্ একাউণ্টস্" (Comptroller of Accounts) আখ্যাত কার্য্যকারক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

কন্‌ট্রোলার অব একাউন্টসের কর্ত্তব্য

৫৭। রাজ্যের হিসাবভুক্ত ব্যয় সংক্রান্ত হেড্ সমূহের কার্য্যাদি তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা বিষয়ে ফাইন্যান্স মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদান, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত সমীপে প্রেরণার্থ ফাইন্যান্স মন্ত্রীর সহিত আলোচনান্তে নির্দ্দিষ্ট ফরমে নিম্নোক্ত ষ্টেট্‌মেণ্টগুলি প্রস্তুত করা কন্‌ট্রোলারের পদোচিত কর্ত্তব্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক বজেট হেডে রাজ্যের প্রকৃত আয় ব্যয়ের ষাণ্মাসিক ষ্টেট্‌মেণ্ট ;

(খ) রাজ্যের সর্ব্ববিধ প্রাপ্য ও সম্পত্তি (assets), এবং সর্ব্ববিধ দেয় ও দেনার (liabilities) বিবরণ ও মূল্য জ্ঞাপক বার্ষিক ষ্টেট্‌মেণ্ট এবং ;

(গ) ব্যাঙ্কের গচ্ছিত তহবিলসহ রাজ্যের ট্রেজুরী সমূহের সর্ব্ববিধ মজুদ নগদ তহবিলের ষাণ্মাসিক ষ্টেট্‌মেণ্ট (Cash-balance sheet).

কন্‌ট্রোলারের দায়িত্ব

৫৮। কন্‌ট্রোলার অব্ একাউণ্টস্ সাধারণতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত সর্ব্ববিধ ব্যয়ের অডিটের কার্য্যকারিতার জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং তিনি স্বয়ং, বা অধীনস্থ কার্য্যকারকের যোগে, এই শাসনতন্ত্রাধীন নিয়মাবলী বা বিশেষ আদেশমূলে শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি

তত্ত্বাবধান, পরীক্ষা, পরিদর্শন, ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত, ও সাধারণ আদেশ বা তলবের আদেশ প্রচার ও তামিলের, যে কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা অর্পিত হয়, তাহা পরিচালনে অধিকারী হইবেন।

৫৯। অর্থ ব্যবস্থা বা অডিট সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কন্‌ট্রোলার অব্ একাউণ্টস্ এবং ফাইন্যান্স মন্ত্রীর পরস্পরের মতদ্বৈধ স্থলে তর্কিত বিষয় অনতিবিলম্বে মন্ত্রী পরিষদের নিকট পেশ হইবে এবং মন্ত্রী পরিষদের নিষ্পত্তি মন্ত্রিগণের মতৈক্য স্থলে চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। মন্ত্রী পরিষদে উক্ত বিষয়ে মতদ্বৈধ সর্ব্বস্থলে অগৌণে চূড়ান্ত আদেশ জন্য শ্রীশ্রীযুত সমীপে প্রেরিত হইবে।

মতদ্বৈধ

৬০। অডিট সম্বন্ধীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনকালে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ কন্‌ট্রোলার অব্ একাউণ্টসের বিশেষ লক্ষ্যস্থানীয়, এবং তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে ; যথা ঃ—

কন্‌ট্রোলারের অনুসরণীয় নীতি

(ক) প্রত্যেক সরকারী কার্য্যকারকের পক্ষে সরকারী অর্থ ব্যয় সংশ্রবে, সাধারণ পরিণামদর্শিতা-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে, তদ্রূপ সতর্কতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে ;

(খ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃস্থানীয় কোন কার্য্যকারকের পক্ষে ব্যয়ের ক্ষমতা পরিচালন উপলক্ষে এরূপভাবে কোন আদেশ প্রদান করা সঙ্গত নহে যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি নিজে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইতে পারেন ;

(গ) নিম্নলিখিত ব্যতিক্রম সমূহের স্থল ব্যতীত, কোন

ক্ষেত্রে রাজ্যের রাজস্ব ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার জন্য ব্যয়িত হওয়া অযৌক্তিক, যথা ঃ—

(১) আদিষ্ট ব্যয়ের পরিমাণ অতি সামান্য হওয়া ;

(২) এরূপ ব্যয় রাজ্যের কোন প্রচলিত নীতি, প্রথা, কিম্বা সাধারণের স্বার্থসম্মত হওয়া ;

(৩) এরূপ ব্যয়িত অর্থের দাবী বিচারাদালতে প্রবলযোগ্য হওয়া।

(ঘ) কোন বিশেষ প্রকারের এলাউয়েন্স বা ভাত্তাদি মঞ্জুরীর ব্যবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক যে এরূপ এলাউয়েন্স বা ভাত্তা প্রাপকগণের লাভের বিষয় না হইতে পারে।

(ঙ) কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের এরূপভাবে কোন ব্যয় মঞ্জুর করা সঙ্গত নহে যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার ব্যয়ের ব্যক্তিগত ক্ষমতা অতিক্রান্ত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

৬১। শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে উপযুক্তরূপে আদেশ প্রচারপূর্ব্বক, সমগ্র রাজ্য বা তাহার বিশেষ কোন এলাকায়, নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত, এই শাসনতন্ত্রের কার্য্য স্থগিত রাখা ও সাময়িক ব্যবস্থা কার্য্যকারিতা স্থগিত রাখিতে, এবং তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্ববৎ রীত্যনুযায়ী আদেশ প্রচার দ্বারা কোন সাময়িক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

পদ-মর্য্যাদা ও অগ্রবর্ত্তিতা

৬২। শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে স্বীয় বিবেচনানুসারে রাজসভা এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ও সরকারী কার্য্যকারক-গণের প্রত্যেক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ, বা উক্ত শ্রেণীত্রয়ের আপেক্ষিক পদ-মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করতঃ আদেশ প্রচার করিতে পারেন।

প্রচলিত আইনের প্রবলতা

৬৩। এই শাসনতন্ত্রের এতদ্বিষয়ক বিধানসমূহের অধীনে, ত্রিপুরা রাজ্যে এযাবৎ প্রচলিত যাবতীয় আইন, বিধি, নিয়মাবলী এবং আদেশ, উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে; এবং ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বা তদধীনস্থ কোন কর্ত্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত শাসনকার্য্য নির্দ্দেশক ভাষার প্রচলিত পদ্ধতি (style) উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে, এবং উক্ত পদ্ধতি উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্পষ্টতঃ সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই শাসনতন্ত্রের (১১) (চ) উপধারার বিধানের উদ্দেশ্য সম্মত বলিয়া গণ্য হইবে।

কর্ত্তব্য এবং পদের একত্রীকরণ

৬৪। এই শাসনতন্ত্রে ইতঃপূর্ব্বে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকিলেও, শ্রীশ্রীযুত স্বীয় সুবিবেচনানুসারে এতদ্বিহিত দুই বা ততোধিক পদের কর্ত্তব্যাদি একজন কার্য্যকারকের হস্তে নস্ত করতঃ তদীয় পদোচিত কর্ত্তব্যের সহিত যোগ করিতে, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কলের নিমিত্ত কোন কার্য্যকারকের পদোচিত কর্ত্তব্য অপর কোন কার্য্যকারকের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৬৫। এই শাসনতন্ত্রে ইতঃপূর্ব্বে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়া

থাকিলেও শ্রীশ্রীযুত নিজ সুবিবেচনানুসারে স্বয়ং, অথবা মন্ত্রী পরিষদের বা অপর কোন উপযুক্ত পক্ষের পরামর্শানুযায়ী, নিম্নের প্রথম তপসিলে বিবৃত কোন বিষয়ে স্বীয় নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করতঃ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন ; এবং এরূপ আদেশ দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের তদ্বিষয়সংক্রান্ত কোন বিধান পরিবর্ত্তিত, সংশোনিধত বা রহিত হইলেও, ষ্টেট্ গেজেটে প্রচারের উক্ত আদেশ আইনের ন্যায় প্রবল হইবে ;

আইনের ন্যায় প্রবল আদেশ

কিন্তু শ্রীশ্রীযুত পুনর্ব্বার আদেশ প্রচার দ্বারা এই ধারা অনুসারে প্রচারিত এরূপ কোন আদেশ প্রত্যাহার কিম্বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৬৬। যে সমুদয় কারনামা বা আদেশ দ্বারা মন্ত্রীপরিষদ, মন্ত্রিগণ, বা অন্য কার্য্যকারকগণের প্রতি এই শাসনতন্ত্র প্রচারের পূর্ব্বে বা পরে কোন প্রকার ক্ষমতা অর্পিত বা বিন্যস্ত হইয়াছে বা হয়, তাহা শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক অন্য কারনামা, বা আদেশ, কিম্বা এই শাসন-তন্ত্রাধীনে প্রচারিত নিয়মাবলী দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে।

অর্পিত ক্ষমতাদির প্রলবতা

৬৭। এই শাসনতন্ত্রের তপসিল সমূহ ইহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু শ্রীশ্রীযুত উপযুক্তরূপে আদেশ প্রচার দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় তপসিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

সপসিলী সমূহ

৬৮। (ক) এই শাসনতন্ত্রে অন্যত্র নিয়মাবলী প্রণয়নের যে ক্ষমতা ব্যবস্থিত হইয়াছে, তদতিরিক্তরূপে শাসন, ব্যবস্থাপন; বিচার

বা অর্থনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মূল ব্যবস্থাধীন যে সমুদয় সাধারণ বিষয়ের (matters of detail), এবং জাবেদা বিষয়ের (matters of routine uature) স্পষ্ট উল্লেখ এই শাসনতন্ত্রে নিয়ম প্রণয়ন সম্পর্কে করা হয় নাই, শ্রীশ্রীযুত কার্য্য সৌকার্য্যার্থে তাহার যাবতীয় বিষয়ে নিয়মাবলী বা আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন ;

সাধারণ এবং জাবেদা বিষয়ে নিয়মাবলী প্রচার

শ্রীশ্রীযুত নিজ সুবিবেচনানুসারে রাজ্যের শাসন পরিচালন সম্পর্কিত এরূপ সর্ব্ববিধ জাবেদা বিষয়ের নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রচারের ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

(খ) উপরোক্ত ১৮, ২৫, ৫৪ ও ৬৮ ধারা বিহিত নিয়মাবলী সহ এই শাসনতন্ত্রাধীনে প্রচারিত যাবতীয় নিয়মাবলী, এবং এতদধীনে প্রচারিত সাময়িক বা তদন্য যাবতীয় আদেশ, প্রচার কাল হইতে আইনের ন্যায় প্রবল হইবে, এবং শ্রীশ্রীযুত সঙ্গত মনে করিলে উপযুক্ত নূতন আদেশ প্রচার করতঃ এরূপ নিয়মাবলী ও আদেশ রহিত, পরিবর্ত্তন, সংশোধন বা পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

রহিত বা সংশোধিত হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মাবলী আইনের ন্যায় প্রবল

প্রথম তপসিল

শাসনতন্ত্রের ৬৫ ধারা

যে সমুদয় স্থলে শ্রীশ্রীযুতস ৬৫ ধারা অনুসারে আদেশ প্রচার করিতে পারেন।

(ক) রাজ্যের যে এলেকায় এই শাসনতন্ত্র প্রবল হইবে, এবং যে এলাকায় সাময়িকরূপে বা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই শাসনতন্ত্র অকার্য্যকর হইবে তাহার নির্দ্দেশ ;

(খ) ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা (State subject), "ইতিহাস প্রসিদ্ধ" জাতি বা সম্প্রদায়, অনুন্নত সম্প্রদায়, রাজ্যের "ডমিসাইল (অর্জ্জিত প্রজাধিকার) প্রভৃতি ব্যাখ্যা ; এবং ভোটাধিকারীর যোগ্যতা সংশ্রবে "স্থায়ী" *(bonafide)* অধিবাসীর রাজ্যে প্রয়োজনীয় বাসকালের পরিমাণ নির্দ্দেশ ;

(গ) এই শাসনতন্ত্রবিহিত ভোটাধিকারের প্রসার এবং তদুদ্যেশ্যে ভোটাধিকারীর যোগ্যতার পরিবর্ত্তন ;

(ঘ) সাধারণভাবে সর্ব্ববিষয়ে, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে, এবং সাময়িকরূপে বা অনির্দ্দিষ্টকালের নিমিত্ত, ব্যবস্থাধিকরণ ব্য ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্যাদির সম্প্রসারণ, কিম্বা সংযমন বা পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় তপসিল

মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা

(শ্রীশ্রীযুতের ৯/১/৪৯ ত্রিপুরাব্দের ১৬৪ নং রোবকারী প্রদত্ত)

১। মন্ত্রী পরিষৎ নিম্নলিখিত সংরক্ষিত বিষয়গুলি ব্যতীত রাজ্যের গভর্ণমেণ্টের শাসন বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য স্বীয় ক্ষমতায় যৌথভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ঃ—

(ক) ২০০৲ দুই শত টাকার উর্দ্ধ বেতনে স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্ম্মচারীর নিয়োগ বা অবসর, বা উক্ত বেতনের কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী নূতন পদ সৃষ্টি করা ;

(খ) ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস বা তদনুরূপ, অর্থাৎ বিচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা প্রভৃতি সার্ভিসভুক্ত, কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ ও অবসর ;

(গ) রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারাদালতের কোন কোন বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত কোন কার্য্যকারকের প্রতি শাস্তিমূলক কোন আদেশ প্রদান ;

(ঘ) রাজ্যেশ্বর বা রাজপরিবার যা রাজখান্দান সংসৃষ্ট কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা ;

(ঙ) রাজ্যের কোন (১) জমিদারী (২) তালুক (৩) জায়গীর বা নিষ্কর মিনাহ, বা (৪) ৫০৲ পঞ্চাশ দ্রোণের অধিক পরিমিত, বা বার্ষিক ২০০৲ দুই শত টাকার অধিক জমাবিশিষ্ট, কোন এক বিস্তীর্ণ জোত চাপে বন্দোবস্ত প্রদান ; বা প্রচলিত কোন

আইনের বিধানের ব্যতিক্রমে উপরোক্ত প্রকারের কোন বন্দোবস্তাধীন কোন ভূমি খাস করা ;

(চ) রাজ্যের সৈনিক বাহিনীর গঠন, নিয়ন্ত্রণ বা সন্নিবেশাদি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আদেশ প্রদান করা ;

(ছ) বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে রাজ্যের বজেটভুক্ত আয়ের ১০,০০০্ দশ হাজার টাকার অধিক খর্ব্বতা ঘটিতে পারে কোন বিষয়ে এরূপ মীমাংসা করা;

(জ) বর্ত্তমানে প্রচলিত আইনসমূহের বিধানের অতিক্রমে কোন পক্ষকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ;

(ঝ) সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীর কোন পেন্সন সম্বন্ধে যে বিধান প্রবর্ত্তিত থাকে বা হয়, তথ্যতিক্রমে কাহাকেও কোন প্রকার পেন্সন বা খোরপোষ প্রদানের আদেশ করা ;

(ঞ) কোন এক পক্ষকে এক আদেশে, এবং এক বিষয়ের মীমাংসা মূলে, ৩০০০্ তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্স বা রাজস্ব মাপ দেওয়া ;

(ট) কোন এক স্থলে ১০,০০০্ দশ হাজার টাকার অধিক নাজাই বাদ দেওয়া ;

(ঠ) কোন এক নির্দ্দিষ্ট এষ্টিমেটভুক্ত পূর্ত্ত বা অন্য পরিকল্পনাভুক্ত কার্য্যের জন্য বিল মঞ্জুরী সাপেক্ষে এককালে বজেট বন্ধানী টাকার শতকরা ৩০্ টাকার অধিক হাওলাত দেওয়া, বা অন্যত্র বজেট বন্ধানী টাকার অতিরিক্ত কোন হওলাত দেওয়া, বা অনিবার্য্য আকস্মিক কার্য্যে সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে ১০০০্ এক হাজার টাকার অধিক হাওলাত প্রদান ;

(ড) ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার অধিক কোন এক পূর্ত্ত কার্য্যের এষ্টিমেট মঞ্জুর করা ;

(ঢ) কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্য্যে পরিণত করা ;

(ণ) বিচারাদালতের প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ মার্জ্জনা বা পরিবর্ত্তন করা;

(ত) রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা ;

(থ) রাজ্যের বা রাজ্যেশ্বরের ক্ষমতা, অধিকার, সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টর সহিত আলোচনাধীন কোন বিষয়ে কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা ; এবং রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত কোন মীমাংসা করা ;

(দ) রাজ্যের আয় ব্যয়ের বজেট চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর করা ;

(ধ) কোন নূতন আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করা, বা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত কোন আইন মঞ্জুর করা।

তৃতীয় তপসীল

শপথ (বা প্রতিজ্ঞাস্থানীয় দৃঢ়উক্তি)

(ক) রাজসভার সদস্যগণ।

৮ ধারা

আমি শ্রী রাজ সভার সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি (দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি) যে আমি সর্ব্বথা ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিকা বাহাদুর এবং তদীয় ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারিগণের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব, এবং সর্ব্বদা নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস ও বিবেচনামতে বিশ্বস্ততার সহিত যথাসাধ্য আমার পদোচিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিব, ইতি।

(খ) হাইকোর্টের জজগণ

৪৫ (ছ) এবং ৪৫ (জ) ধারা।

আমি শ্রী ত্রিপুরা হাইকোর্ট অব্ জুডিকেচারের $\frac{\text{চিফ্ জাষ্টিস্}}{\text{জজ}}$ পদে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতেছি (দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি) যে আমি সর্ব্বথা ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর এবং তদীয় ওয়ারিস

ও উত্তরাধিকারিগণের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব, এবং আমার জ্ঞান-বিশ্বাস ও বিবেচনামতে বিশ্বস্ততার সহিত যথাসাধ্য আমার পদোচিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিব, ইতি।

(গ) মন্ত্রিগণ

১১ (ঝ) ধারা।

আমি শ্রী ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক $\frac{\text{প্রধান মন্ত্রী}}{\text{মন্ত্রী}}$ পদে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি (দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি) যে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী স্বরূপে আমার কার্য্যকালে সর্ব্বথা যথোপযুক্তরূপে এবং বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সহিত আমাদিগের প্রভু ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর এবং তদীয় ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারিগণের অধীনে কার্য্য করিব। ত্রিপুরারাজ্যের জনসাধারণের মঙ্গলার্থে আমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিব, বিবেকানুযায়ী পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রিপুরারাজ্যের শাসনতন্ত্র ও অন্য প্রচলিত আইনাদির বিধান ও ত্রিপুরা রাজ্যের যাবতীয় প্রথা ও রীতি পালন করিব, এবং আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, নির্ভয়ে, পক্ষপাতিত্বশূন্য এবং অনুরক্তি ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া, প্রত্যেকের প্রতি যতদূর সাধ্য ন্যায়ানুষ্ঠানের জন্য চেষ্টিত থাকিব।

আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ইহাও বলিতেছি (দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি) যে $\frac{\text{প্রধান মন্ত্রী}}{\text{মন্ত্রী}}$ স্বরূপে আমার কর্ত্তব্য সংশ্রবে যে কোন বিষয় আমার বিবেচনা ও বিচারাধীনে আগত বা আমার গোচরীভূত হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে আমার পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহে যতদূর প্রয়োজন, বা শ্রীশ্রীযুত স্পষ্টতঃ যতদূর প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন, তদতিরিক্ত কোন স্থলে তাহা প্রকাশ করিব না, ইতি।

(ঘ) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ

২৬ (১) ধারা।

আমি শ্রী ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার $\frac{\text{প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত}}{\text{সদস্য পদে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত}}$ হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি (দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি) যে ব্যবস্থাপক সভার $\frac{\text{প্রেসিডেণ্ট}}{\text{সদস্য}}$ স্বরূপে আমার কার্য্য নির্ব্বাহকালে আমি সর্ব্বথাত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ও তদীয় ওয়ারিস এবং উত্তরাধিকারিগণের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব, এবং আমি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব, ইতি।